ছন্নছাড়া দ্বীপ

যুথিকা বড়ুয়া

মানুষ ভালোবাসার কাঙ্গাল। যা বাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান নারী-পুরুষ প্রতিটি মানুষই একান্ত করে পেতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরে তা কখনো পাওয়া যায়না। যদি না দু'টি একাত্ব মনের মধুর মিলনে দু'টি সুকোমল হৃদয়ে জন্ম নেয় ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসা পেতে মানুষ কি না করে! প্রেমস্পর্শ থেকে শুরু করে অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য্য এবং বৈষয়িক সম্পত্তির পূর্ণ আধিপত্য সঁপে দিতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনা! আবার এমনও আছে, সংসারে স্বচ্ছলতা নেই অথচ সুখ আছে, আনন্দ আছে। আছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি। কারো কারো বা অন্য-বস্ত্রের নিশ্চয়তাই নেই! ভাগ্যবিড়ম্বণায় পদে পদে প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে হয়। যাদের সাহার্য্যার্থে পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ থাকেনা! অথচ দৈনন্দিন দারিদ্রপীড়িত জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও তারা মানসিক ভারসাম্য হারায় না! কিংবা ভীরু কাপুরুষের মতো কখনো পিছপাও হয়না। বরং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজস্ব মাটিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে, অনিশ্চিত জীবনের কণ্ঠকপথ পেরিয়ে নতুন দিগন্তের নতুন সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো কখন ফুটে উঠবে।

বলছিলাম, আমার এক ক্লাসমেট সন্দীপের কথা। যাকে আমরা দ্বীপ বলে ডাকতাম। দ্বীপ উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান। বংশের প্রতীক। পিতার অবর্তমানে সমস্ত বৈষয়িক সম্পত্তির একমাত্র মালিক। কত আরাম-আয়েশের নিশ্চিন্ত জীবন। অগাধ স্বাধীনতা। কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলনা। বিধি নিষেধ ছিলনা। কখনো জবাবদিহীও করতে হতো না! হুকুমের গোলাম বাহাদুর সিং সর্বক্ষণ ওর জন্য মজুত থাকতো। যখন যেখানে প্রয়োজন, ওকে ওর গন্তব্যে পৌঁছে দিতো। আর ছিল ওদের গৃহপরিচারিকা ফুলমতি, যাকে উদয়াস্থ সুন্দীপের ফাই-ফরমাশ ঘাটতে হতো। নিত্য ব্যবহার্য নানাবিধ শৌখিন-বিলাসীসামগ্রী থেকে শুরু করে চায়ের পেয়ালাটা পর্যন্ত ওর হাতে তুলে দিতে হতো। কোনো বিষয়ে দ্বীপকে ভাবতে হতোনা। অথচ গ্রাহ্য করতো না কাউকে। থাকতো ভবঘুরের মতো। কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না। নামমাত্রই উর্দ্ধঃশ্বাসে কলেজ ছোটা। ফিরতো মিড-নাইটে। গুরুত্বই দিতো না কখনো। ছাত্রজীবনের অমূল্য সময়গুলোকে অহেতুক পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অপচয় করতো। কখনো দাদাগিরি করতো। সুদর্শণা যুবতী মেয়েদের দেখলেই শীশ্ দিয়ে উঠতো। কখনো বা কোনো গানের কলি সুর ধরে গেয়ে উঠতো,-'কে তুমি, নন্দিনী, আগে তো দেখি নি!'

মেয়েরা ইগ্নোর করতো। গায়ে মাখাতো না কেউ। কিন্তু একদিন অত্যাশ্চর্য্যজনকভাবে ঘটে গেল তার সম্পূর্ণ বিপরীত! কখনো যা কল্পনাই করেনি কেউ। যেদিন আমাদের কলেজে নবাগতা সুনন্দার পর্দাপণে প্রতিটি তরুণ ছাত্রের হৃদয়পটে প্রচন্ড আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিল। কি অসাধারণ সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, আভিজাত্যপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না, ভদ্র-নম্র, মার্জিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা সুনন্দার।

সেদিন ছিল, ভারত-বাংলাদেশের ক্রিকেট ম্যাচ্। ছেলেরা হই-হুল্লোড় করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে জটলা করছিল কলেজগেটের প্রাঙ্গণে। ইত্যবসরে সবার অলক্ষে কলেজ থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ছায়ায় একলা হেঁটে যাচ্ছিল সুনন্দা। সন্দীপ তখনও বন্ধুদের সাথে পরিবেষ্টিত হয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল! হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সুনন্দাকে দেখে স্বতঃস্ফূর্ত মনে গেয়ে ওঠে, -'আঃহাঃ, কি দারুণ দেখতে, চোখদু'টো টানা টানা, যেন শুধু কাছে বলে আসতে!'

থমকে দাঁড়ায় সুনন্দা। ক্রোধে ফুলে ওঠে। চোখমুখ কটাক্ষ করে বলে,-'আপনারা না কলেজের ছাত্র! ভদ্রঘরের সন্তান! পথেঘাটে মেয়েদের ইন্সাল্টিং করে কি নিজেদের বাহাদুর মনে করেন? এ ভাবেই তো

আমাদের দেশটা যাচ্ছে রসাতলে! দূষীত হচ্ছে আমাদের সমাজ! বদনাম হচ্ছে অভিভাবকদের! আর তাদেরই অন্ন ধ্বংস করছেন আপনারা, কতগুলো কুলাঙ্গার! এর ভবিষ্যৎ কি হবে, তা জানেন?'
ভ্রু-যুগল কুঁচকিয়ে বলে, -'রাবিশ! নন্‌সেন্স!'
বলে এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না সুনন্দা। একদল তরুণ যুবকদের নাকের ডগা দিয়ে উত্তপ্ত মেজাজে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

অপ্রস্তুত সন্দীপ হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল। বিবর্ণ হয়ে গেল মুখখানা। ভাটা পড়ে গেল ওর আনন্দ-উচ্ছাসে। ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চোখের পলক পড়েনা। যেন একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। কারো মুখে টু-শব্দ নেই। সুনন্দাকে যতদূর দেখা গেল, ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে স্বগতোক্তি করে উঠল সন্দীপ,-'কি সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা! যেন ঝাঁসী কি রানী! এতোগুলি জোয়ান মরদের মুখে চূণকালি ঘষে দিয়ে জ্ঞান বিতড়ণ করে গেল, কাউকে সুযোগই দিলো না কিছু বলার!'

অথচ সেদিনের পর থেকেই আমূল পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল সন্দীপের। ও সম্পূর্ণ বদলে গেল। শ্রুতিকটূ হলেও সুনন্দার অপ্রিয় সত্য কথাগুলি ওর হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। প্রচন্ড রেখাপাত করে। ওর চৈতন্যোদয় হয়, ওতো আনএ্যডুকেটেড নয়! আওয়ারা লম্পট নয়! রীতিমতো স্মার্ট-হ্যান্ডসাম্‌, সুশিক্ষিত, সুদর্শণ! শহরের একজন বিশিষ্ঠ গণ্যমান্য প্রভাব-পতিপত্তিশীল ব্যক্তির একমাত্র পুত্র সে! তরুণ যুবক! একজন পুরুষ হয়ে মহিলার কাছে নির্বিকারে পরাস্ত হওয়া, অপমানিত হওয়া, এ তো বড়ই লজ্জার ব্যাপার! মোটেই শোভণীয় নয়! সন্দীপ কেন পারবে না, যথাযথ মর্যাদায় নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে, পুরুষত্ব বজায় রেখে, সসম্মানে সুশীলসমাজে মাথা উঁচু করে চলতে!

সন্দীপ একদন্ডও স্বস্তি পায়না। দুচোখ বুজলেই জলছবির মতো ওর মনঃশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, সুনন্দার চোখ রাঙানি। কানে বাজে ওর বিদ্রোহীমূলক তীব্র কণ্ঠস্বর। আর সেটা তীরের মতো ছুটে এসে বিদ্ধ হয় ওর মূমূর্ষু বিবেকে। প্রতিনিয়ত ওকে দংশণ করে। আর সেই দহন যন্ত্রণায় ঘুমোতেই পারতো না রাতে। প্রাণ খুলে হাসতেও পারতো না। বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

একদিন হঠাৎ সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছের নিচে সুনন্দার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ঘু ঘু ডাকা নির্জন দূপুর। আশে-পাশে কেউ ছিলনা। অপ্রস্তুত সুনন্দা তখন বেকায়দায় পড়ে প্রচন্ড অস্বস্তিবোধ করছিল। চেয়েছিল এ্যভয়েট্‌ করতে। কিন্তু অপরাধীর মতো ক্ষমা প্রার্থী ও লজ্জিত সন্দীপের অব্যক্ত চোখের ভাষা বোধগম্য হতেই অনিচ্ছাকৃতভাবেই থমকে দাঁড়ায়। চোখ তুলে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাকায়। চোখেমুখেও নালিশ আর অভিমানের ছাপ প্রকট। কি যেন বলতে চাইছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে বলার। ঠোঁটদু'টো কেঁপে উঠতেই সন্দীপ ভাবল, আজ বাগে পেয়েছে, সহজে কি ছাড়বে! এবার ইজ্জতই বোধহয় আর রাখবে না! পানশা করেই ছাড়বে! অথচ চাপা উত্তেজনায় উত্তপ্ত সুনন্দার একটা শব্দও উচ্চারিত হয়না! চোখেমুখের বিচিত্র অবয়বে বিরক্তির প্রকাশ করছিল! পথ খুঁজছিল সন্দীপের সংস্পর্শ থেকে সড়ে আসার।
ইতিপূর্বেই ঘর্মসিক্ত শরীরে ওর হাতদু'টো জোরে চেপে ধরে সন্দীপ। মনস্থির করে, নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থণা করবে, সরি বলবে! কিন্তু তখন কোনো উত্তাপই ছিলনা ওর শরীরে। আর ওর ঐ উত্তাপহীন স্পর্শের শীতল অনুভূতিতে ক্রমশ শান্ত হয়ে আসে সুনন্দার শরীর ও মন। বিনা প্রতিবাদেই হৃদয়ের পূঞ্জীভূত সমস্ত ক্রোধ-মান-অভিমান, নালিশ নিমেষে দূর হয়ে গেল! অথচ কত কি-ই না বলতে চেয়েছিল! কিন্তু হঠাৎ সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। শিহরিত হতে লাগল সারাশরীর। সে এক অদ্ভুদ শিহরণ! শ্বাশত লজ্জায় স্পর্শকাতর সুনন্দার চোখের পাতাদু'টি চকিতে নূয়ে পড়ে। রাঙা মুখখানিও ওর উজ্জল দীপ্তিময় হয়ে উঠল।

ততক্ষণে ভিতরে ভিতরে এক অভিনব অনুভূতির তীব্র জাগরণ টের পায় সন্দীপ। যা ভাষায় বয়ান করা যায়

না। ক্রমান্বয়ে বিদ্যুতের শখের মতো সারাশরীরে সঞ্চালণ হতে থাকে। মন-মানসিকতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। হঠাৎ এক অভিনব ইচ্ছায়, কিছু বলার ব্যাকুলতায় ওকে প্রচন্ড উৎসুক্য করে তোলে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকে। আর এভাবেই নিরবতায় বয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণ সময়! তন্মধ্যেই ওরা বুঝে নিয়েছিল, দুজন দুজনকে। জেনে নিয়েছিল, দুজন দুজনার মনের কথা। কোনো বৈষম্যতা বা আপত্তি অভিযোগ সেদিন পারেনি ওদের ঠেকাতে। যেদিন ওরা স্বেচ্ছায় একান্ত আপন করে নিয়েছিল দুজন দুজনকে! যা ইম্পসিবল্! আন্থিঙ্কেবল্! আন্বিলিভএ্যবল!

ভেবে কূল পায়না সন্দীপ, ওর মতো এমন কঠোর নির্দয় নিস্প্রেম হৃদয় হঠাৎ বিগলিত হলো কেমন করে! এ কেমন করে সম্ভব হলো! এর নামই কি ভালোবাসা! ভালোবাসায় এতো সুখ! এতো আনন্দ! এতো ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল কোথায় এতদিন! কিন্তু সুনন্দা, ওরইবা এমন অবণতি হলো কেমন করে! শেষাব্দি সন্দীপের মতো একজন লম্পট ছন্নছাড়ার প্রেমে মোহিত হয়ে অর্থবহুল সম্পর্ক গড়ে উঠবে, এ তো স্বপ্নেরও অতীত! কল্পনাই করা যায় না কখনো।

সন্দীপের সবুর সয়না! মাতা-পিতার সম্মতি নিয়ে যথারীতি নির্ধারিত দিনের শুভলগ্নে বেজে উঠল সানাই। মনে মনে ভাবল, আকাশের চাঁদটাই বুঝি পেয়ে গিয়েছে হাতে! আর নাগাল পায় কে! ধনী পিতার একমাত্র পুত্র সন্দীপের বিবাহ! আজ তার জীবনের পরম আকাঙ্খিত একমাত্র স্বপ্ন বাস্তবায়ণ হতে চলেছে, এ কি কম কথা!

শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হতেই উষার প্রথম সূর্য্যের নির্মল আলোয় স্বতঃস্ফূর্ত মনে সস্ত্রীক হানিমুনে বেরিয়ে পড়ে সন্দীপ। পাশাপাশি সীটে প্রিয়তমা সুনন্দার কোমল পৃষ্ঠ দেশে মৃদুস্পর্শে হস্ত সঞ্চালণ করতে করতে প্রাণবন্ত উচ্ছাসে ড্রাইভ করে যাচ্ছিল।

অনন্ত পথ! যেতে হবে বহুদূর! সুদূর দিগন্তের শেষ প্রান্তরে। সে এক মনগড়া রঙ্গিন স্বপ্নের দেশে। যেখানে শুধু রাজা- রানী ওরা দুজনেই হবে একমাত্র বাসিন্দা! সেদিন কত কথা, কথার আলাপন, কত গল্প সুনন্দার! কখনো বাতাসে ভাসছিল, গুনগুন সুরে অপূর্ব সঙ্গীতের মূর্ছণা!

বেলা বয়ে গিয়েছে প্রায়। ক্লান্ত সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। আর কিছুটা পথ বাকী! তারপরই জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তবায়ণে সানন্দে নিমজ্জিত হবে ওরা দুজনে!

কিন্তু বিধিই বাম! মঞ্জুর হলো না! অচীরেই নেমে এলো সন্দীপ-সুনন্দার ভাগ্যবিড়ম্বণার অনিবার্য পরিণতি! কথায় কথায় প্রথম দেখায় অব্যক্ত ভালোলাগা আর ভালোবাসার মধুর স্মৃতি রোমন্থনে ওরা দুজনেই এতো মর্শগুল হয়ে ছিল, হঠাৎ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিশাল মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে মুহূর্তের আর্তচিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা পৃথিবীটা। চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে গেল, উচ্ছাসিত সুনন্দার কোমল শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর। ওর আনন্দ, হাসি-কলোতান, গুঞ্জরণ!

কি অসহনীয় হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য! ডাঙ্গায় ওঠা মাছের মতো অসহায়ভাবে ছট্পট্ করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল যন্ত্রণাকাতর সুনন্দা! গলগল করে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্তের স্রোত। মুহূর্তে রক্ত বন্যায় ভেসে গেল গোটা রাস্তা!

একেই বলে নিয়তি! ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস! গুরুতরোভাবে ঘায়েল হয়ে বাক্যাহত সন্দীপ শোকে বিহ্বলে মূমুর্ষ্যূ হয়ে পড়ে। বোবার মতো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী সুনন্দার বীভৎস রক্তাক্ত

দেহটার দিকে। চেনাই যাচ্ছিল না ওকে। অথচ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান! এ কেমন বিধাতার দু'টি মানব-মানবীর সংসার বেঁধে দেবার অপপ্রয়াস!

সন্দীপ কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছিল না, ঐ ভয়ঙ্কর বীভৎস মুর্তি, ওরই প্রিয়তমা স্ত্রী সুনন্দার। অথচ তখনও ওর কানে বাজছিল, ক্ষণপূর্বের আনন্দোৎচ্ছল ও প্রাণবন্ত সুনন্দার হাসি-কলোতান, মধুর গুঞ্জরণ। হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটছিল! সন্দীপের ঘন পশমাবৃত হাতটা টেনে বুকে চেপে ধরে সুনন্দা বলেছিল,-'উম্ হুঁ, সুনন্দা নয়, শুধু নন্দা! বলো, আজ থেকে তুমি আমায় শুধু নন্দা বলেই ডাকবে! কি গো, ডাকবে তো!'

সন্দীপ অন্যমনস্ক! যখন বিপদ ওর সম্মুখে। আর তক্ষুনি বেদনানুভূতির তীব্র দংশণে বুকের পাঁজরখানা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল সন্দীপের! নিভে গেল, কামনার জলন্ত আগুন। মরে গেল, ওর বেঁচে থাকার সাধ।

আজ সুনন্দার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায়না। হারিয়ে গেছে ওর দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি। বিকৃতি চেহারা আর বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে নীরব নিরবিচ্ছিন্ন একাকী নির্জন সন্ধ্যায় উইল্‌চেয়ারে বসে ফিরে তাকায়, অতীতের ওর সেই আনন্দমুখরিত চঞ্চল প্রবাহিত জীবনের দিকে। আর সেই নীরব নিস্তব্ধতার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে ক্ষীণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস! যখন বিচ্ছিন্ন মনটা ওর তন্ময় হয়ে বিচরণ করে, পিছনে ফেলে আসা এক অনবদ্য স্মৃতির মণিমেলায়। যা কোনদিন আর ফিরে আসবে না ওর জীবনে! অট্টালিকার মতো এতবড় দালান বাড়িটা জনশূন্যতায় শ্মশ্বানপুরীর মতো খাঁ খাঁ করে! হাহাকার করে ওঠে ওর বুক! তখন মনে হয়, প্রিয়জনের একটু সমবেদনা সহানুভূতি বা দর্শণ যেন ধূসর মরুভূমির বুকে এক পশলা বৃষ্টির মতো। এ যেন এক ধরণের তরুণ বৈধব্য জীবনযাপন করা। আবর্জনার মতো পথের প্রান্তরে পড়ে থাকা। জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে থাকা। যার রূপ নেই, রং নেই, প্রাচুর্য্য নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই! নেই জীবনের কোনো ভবিষ্যৎ। এক ঘেয়ে নিরুচ্ছাস, নিরানন্দের জীবন!

সন্দীপকে প্রাণের ডোরে বেঁধে রাখবার মতো আজ ওর কিছুই নেই! পশ্চিমাকাশের কোণে ক্লান্ত সূর্য্য ঢলে পড়লে অন্ধাকারে ছেয়ে যায় চারদিক। সুনন্দা ওতেই মিয়মাণ হতে চায়। ভুলে যেতে চায় ওর অতীতকে! তবু কাঙ্গাল মন মানতেই চায়না। অতীতের আনন্দঘন মুহূর্ত্যগুলি বারবার স্মৃতির গ্রন্থি থেকে ফিরে আসে কল্পনায়। যা শুধু আজ ওর বেঁচে থাকার একটা উপকরণ মাত্র!

কখনো কি ভেবেছিল, জীবনে একমাত্র পরম সুখের মুহূর্তে এতবড় বিপর্যয় নেমে আসবে! কিন্তু ভাবতে বড় কষ্ট হয় সুনন্দার। যখন ঐ কষ্টগুলিই তরল হয়ে অঝোর শ্রাবণধারায় বেরিয়ে আসে দু'চোখ বেয়ে। অসহায়া সুনন্দা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নৈঃশব্দে কেঁদে ওঠে।

ওদিকে শোকসন্তপ্ত সন্দীপ, বিরহের আগুনে দগ্ধ হতে হতে কিছু নেই ওর শরীরে! কঙ্কালের মতো হাঁড়গুলি বেরিয়ে এসেছে। কি নেই ওর জীবনে, সবই পরিপূর্ণ! অথচ পাথরের মূর্তির মতো নিথর আবেগহীন সুনন্দার গভীর সংবেদনশীল দৃষ্টির দিকে তাকালেই মনে হয়, এ যেন এক অভিশপ্ত জীবন! কোনো আসক্তিই নেই ওর জীবনের প্রতি। নেই কোনো স্পৃহা, মোহ! অথচ বিষন্ন হলেও সন্দীপের ক্লান্ত চোখের তারায় আজও অস্ফূট খুশীর ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হয়তো অসমর্থ সুনন্দার মুখ চেয়েই!

সন্দীপ আজ নিরুপায়। ওযে অঙ্গীকার বদ্ধ। কর্তব্যের কারাগারে বন্দি। ওর অকুণ্ঠিত হৃদয়ের উজার করা নীরব ভালোবাসায় প্রিয়তমা স্ত্রী সুনন্দার দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারে বুকের সমস্ত কষ্টগুলিকে শুধু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, শুধুমাত্র ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময়ের এক ঝলক বিষন্ন হাসির আড়ালে। তবুও ভালোবাসা জড়িয়ে রাখতে চায়, এক অদৃশ্য অনুভূতিতে।

কিন্তু কতক্ষণ! রাতের গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই ওর হৃদয়প্রাঙ্গন জুড়ে সেই ধূসর মরুভূমি! সেই শূন্যতা, হাহাকার! জলে ওঠে কামনার আগুন। যখন গুমড়ে গুমড়ে কেঁদে মরে, ওর নীরব ভালোবাসা! কখনো একান্তে নিঃভৃতে, কখনো বা গহীন নিশীথে!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী ।

guddi_2003@hotmail.com